বাংলাদেশের ঘূর্ণিদুর্গতদের সাহায্যের জন্য ডেনমার্কের প্রতিশ্রুতি

উন্নয়ন সহযোগীরা বৈশ্বিক সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার কাজে অর্থায়ন করে থাকে

ঢাকা, ০৫ ডিসেম্বর ২০০৭ : আজ ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার লক্ষ্যে গ্লোবাল ফ্যাসিলিটি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন এ্যান্ড রিকভারি (জিএফডিআরআর) তহবিলে ১০ মিলিয়ন ডেনিশ ক্রোনার, অর্থাৎ প্রায় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। বাংলাদেশ সফরকালে উন্নয়ন সহযোগিতাসংক্রান্ত ডেনিশ মন্ত্রী উলা টর্নেস বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার কর্মকৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানান।

জিএফডিআরআর - জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও ডেনমার্কসহ অন্যান্য দাতা দেশের অংশীদারিত্বমূলক একটি সংস্থা। সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ রাষ্ট্রসমূহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি লাঘবে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই সংস্থার সৃষ্টি । এই সংস্থা এ সব দেশের সরকারকে জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় তাদের সামর্থ বৃদ্ধি, অতি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি অর্থায়নের নতুন ধারার সরঞ্জাম অধিগত করার মাধ্যমে বিপর্যয়ের প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য সাহায্য করে থাকে।

গত ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশে একটি প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, যে ঘূর্ণিঝড় তিন হাজারেরও বেশী লোকের জীবনহানি ঘটায়, ফসল ও গবাদি পশু ধ্বংস করে এবং উপকূলীয় জনগণের জীবনে রেখে যায় এক গভীর ক্ষতচিহ্ন।

টর্নেস বলেন, *“ আমরা আশা করি, এই সাহায্য এ দেশের সরকারকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ও দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, জনজীবন পুনর্গঠন এবং মানবিক ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্নির্মাণের ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থায়ন ক্ষমতা প্রদান করবে।”*

যদিও কর্মকর্তাদের মতে মৃতের সংখ্যা আরো বেশী হতে পারে, তথাপি তারা এটাও বলেন যে, হাজার হাজার মানুষ ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের আক্রমণ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। দুর্যোগ কর্মকর্তারা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজন অপসারনে সরকারের সমন্বিত কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তাৎক্ষণিক সাড়ার প্রশংসা করেন। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন থেকে শুরু করে জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী কর্মকান্ডও প্রশংসনীয়।

জিএফডিআরআর-য়ে ডেনমার্কের এই অবদান বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি ঘোষিত ২৫০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্যাকেজসহ অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার প্রয়াসের পরিপূরক। “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেবলমাত্র পুনর্নির্মান নয়, প্রতিরোধ ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি হ্রাসের ওপর বর্দ্ধিত হারে গুরুত্ব আরোপ করছে,” মন্তব্য বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ঝু জিয়ানের। তিনি বলেন, “ জিএফডিআরআর-য়ের দুর্যোগ উত্তর সংশ্লিষ্টতা এ কথাই নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে, সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার ও প্রস্তুতি, কেবলমাত্র বসতবাড়ী কিংবা সামাজিক অবকাঠামো সংস্কার নয়।” মি. জিয়ান আরো বলেন, বাংলাদেশ এ বছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছে, একই সাথে

জ্বালানী ও খাদ্যের উচ্চ আন্তর্জাতিক মূল্যেরও শিকার হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আশু সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জিএফডিআরআর ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য ৩ লাখ ডলার দিয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দুর্যোগপরবর্তী স্থিতিস্থাপকতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি ব্যাপক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি চালু করেছে। এ কর্মসুচি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক কর্মকৌশল নির্ধারনে সহায়তা করবে। জিএফডিআরআর-য়ে অংশগ্রহনকারীরা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় কমিশন, ইটালী, জাপান, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড এরং অতি সত্বর যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী এ সংস্থায় যোগদান করতে যাচ্ছে।